দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রত্যাশিত গ্রন্থনীতির প্রেক্ষিতে আশা ও কিছু প্রস্তাব

জুবাইদা গুলশান আরা

পূর্ব প্রকাশিতের পর

(খ) শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিশাল আকারের বহু পাঠ্যপুস্তক পড়া হয়, যার এক একটি বড় অংশ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ধরা যাক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে (বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে) যেমন ব্যাঙ নবম-দশম শ্রেণী থেকে শুরু করে একেবারে উচ্চতর পাঠ্যস্তরেও ব্যাঙ সম্পর্কিত পাঠ্যক্রম চলতে থাকে। এসব বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষায় যে চাপ থাকে, অব্যবহারিক বিষয় অর্থাৎ ইংরেজী বাংলায় তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সে কারণে এ দু'টি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে আগ্রহী হয় না। নির্বাচিত বিষয়গুলির পাঠ্যক্রম বেশ দীর্ঘ যা শিক্ষার্থীর মনোযোগকে একই সঙ্গে অন্যসব ঐচ্ছিক বিষয় অর্থাৎ ইংরেজী, বাংলা বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সমান মনোযোগ দানের পরিপন্থী। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ সুচিন্তিতভাবে পুস্তক প্রণয়ন করে থাকেন। তবে এ ক্ষেত্রে পুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলা বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ের গদ্য, কবিতা, বিশেষ বিশেষ কাব্য অনার্স পর্যায়ে (পদাবলী কাব্য) ও স্নাতক পর্যায়ের গদ্য সংগ্রহ নির্বাচিত প্রবন্ধের বই পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ বিষয়ে প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়, অথবা প্রকাশক বা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কি, তা বোঝা যায় না। বাংলা কবিতায় স্নাতক পর্যায়ে গত দুই বছর যাবত সংখ্যা কমানো হয়েছে। কিন্তু পূর্বে যে মান ছিল তা ছিল মানসম্মত। বর্তমানে নির্বাচনের মান নিঃসন্দেহে সন্তোষজনক পর্যায় থেকে অবনমিত হয়েছে।

অনেক সময়েই অনেকেই বলে থাকেন— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত ব্যাকরণ ও বানান পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য তারা দেশের বাইরে থেকে ঐ ব্যাকরণ বই আনানোর এবং পাঠদান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের পক্ষপাতী। অথচ লক্ষ্য করা গেছে যে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ে এখানে রচিত এবং প্রকাশিত পুস্তকের মান নিঃসন্দেহে দীর্ঘদিন ধরে কার্যকরী হয়ে আসছে।

মতামতের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এ ধরনের যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য বলা যায়, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ব্যবহারযোগ্য ব্যাকরণ বা রেফারেন্স বইয়ের মান যাচাইয়ের কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরাও নিজেদের দেশের বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে এবং বিভ্রান্ত হচ্ছে।

সুপারিশ : এ সকল দিক বিবেচনা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে গ্রন্থনীতির সুষ্ঠু দিক নির্দেশনার সহায়ক হবে এই আশা মনে রেখে, নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১। নিম্নশ্রেণী অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে যে শিশুরা পড়তে আসে, তাদের মন, বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধার বিকাশের জন্য আমাদের দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যসম্পন্ন বই প্রকাশনার চেষ্টা করা প্রয়োজন। বর্তমানে মুদ্রণ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে খরচ কমানোর জন্য চিন্তা-ভাবনা করেও রঙীন অথচ পরিচ্ছন্ন পুস্তক প্রণয়নের চিন্তা করা যেতে পারে। এই পর্যায়ে যে সব শিশু কিন্ডারগার্টেন বা প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ে, তাদের উপযোগী ইংরাজী, বাংলা বই বিদেশ থেকে আমদানী না করে এখানেই রচনা ও প্রকাশ করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে বেশ কিছু সুন্দরভাবে প্রকাশিত উন্নতমানের আকর্ষণীয় প্রাথমিক পর্যায়ের ইংরেজী, বাংলা বই বাজারে আছে। এগুলোর বিষয়ে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়ে পুস্তক রচনা করা যেতে পারে। তাহলে দিল্লী বা বোম্বে থেকে ছাপা প্রায় তিরিশ বছর ধরে প্রচলিত একই পুরানো বই ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ব্যাপক চিন্তা, প্রকাশনার মান, শিক্ষার্থীর আকর্ষণ বৃদ্ধি, বিষয়-বৈচিত্র্য ও সেই সঙ্গে দাম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে কাল ক্ষেপণ না করে সত্বর ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

২। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে—

ক। এই পর্যায়ে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে নিউজ প্রিন্ট যদি ব্যবহার করতেই হয়, তবে সাদা নিউজ প্রিন্ট ব্যবহার করাই শ্রেয় বলে মনে হয়। এই সঙ্গে সাদা উন্নতমানের কিছু বইও ছাপা যেতে পারে। অর্থাৎ দোকান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী বই কিনে নিতে পারবে।

খ। প্রকাশনার মান উন্নত করার জন্য মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে করে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রকাশকগণও উন্নতমানের বই প্রকাশ করতে উৎসাহী হবেন।

গ। এই স্তরে ক্লাসে পড়ানোর জন্য যে সব বই (ইংরেজী বা বাংলা) স্কুলগুলো স্বাধীনভাবে বাছাই করে, সেগুলো সম্পর্কে একটি মান নির্ণয় পদ্ধতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কারণ হিসেবে বলা যায়, পাঠ্য হিসেবে বহু বিশ্বনন্দিত কাহিনী আছে, যা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ বিষয়ে কিশোর-কিশোরীর বয়স, মানসিক বিকাশ ও চিন্তাধারার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। স্বদেশ প্রেম, আদর্শ, বীরত্বব্যঞ্জক অভিযানের বহু গ্রহণযোগ্য কাহিনী দেশে-বিদেশে প্রচলিত আছে, যা পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া মঙ্গলজনক হবে।

— চলবে